দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ ...

নিয়ম বহির্ভূত ভর্তির জন্য চাপ সৃষ্টি

ক্ষমতাশালী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতাদের কথামতো তাদের মনোনীত ছাত্রদের এইচএসসিতে ভর্তির অনুমতি না দেয়ায় ভীষণ বিপদে পড়ে গেছেন সরকারি কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষা। সরকার কর্তৃক ঘোষিত ভর্তির নতুন নিয়ম অনুযায়ী এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে আবেদনকারী ছাত্রদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশের পর পরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সরকারি ছাত্র সংগঠনের নেতারা। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েক দফা তর্কাতর্কি ও হুমকি প্রদানশেষে একদল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মী অধ্যক্ষার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং তার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। এখন নাকি জীবননাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। ভর্তির অযোগ্য ছাত্রদের ভর্তির অন্যায় দাবি না রেখে কলেজের অধ্যক্ষা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাদের সহযোগিতা মিলছে না। সূত্রাপুর থানা পুলিশ ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের নাম শুনে আর কিছু বলতে চায় না।

এইচএসসিতে ভর্তির নতুন যে নিয়ম সরকার এ বছর থেকে চালু করেছেন, তাতে ভর্তি পরীক্ষায় আগে যে দুর্নীতি হতো তা আর হবে না বলে সরকার সবাইকে আশ্বস্ত করেছিলেন। আমরাও ভেবেছিলাম ভর্তি করার পদ্ধতি স্বচ্ছ হলো, দুর্নীতির সুযোগ কমলো। কিন্তু কবি নজরুল কলেজে ছাত্রদলের ছেলেরা অধ্যক্ষার সঙ্গে যে আচরণ করলো তা দুঃখজনক শুধু নয়, উদ্বেগজনকও। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিংবা পুলিশ কর্মকর্তারা যদি সত্যিসত্যিই ঘটনা মোকাবেলায় অসহযোগিতা করে থাকেন, তবে তা আরও নিন্দনীয়। একজন অধ্যক্ষা সাহসের সাথে অন্যায় আবদার উপেক্ষা করে তার দায়িত্ব পালন করে বিপদগ্রস্ত হবেন আর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন, এটা কি ধরনের কথা?

শুধু কবি নজরুল কলেজে নয়, অন্য কলেজেও কমবেশি একই সমস্যা বিদ্যমান। নিয়ম বহির্ভূতভাবে ভর্তি করার জন্য চাপ সৃষ্টির কাজটিও ছাত্রদল একা করছে না। কবি নজরুল কলেজে একদল করে থাকলে দেখা যাবে বদরুন্নেসা কলেজে ভিন্ন দল সক্রিয়। অনেকে একে একটা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করে ফেলেছে। বিভিন্ন কলেজে গড়ে ওঠা এই চক্রগুলোকে সবাই সমঝে চলে।

নতুন ভর্তি পদ্ধতি কি এই চক্রগুলোর জন্য কিছুটা অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে? আমরা জানতে চাই, দেশজুড়ে আর কোন্ কোন্ কলেজে রাজনৈতিক পরিচয়ে ভর্তির জন্য চাপাচাপি করার ঘটনা ও সন্ত্রাস চলছে এবং সে ব্যাপারে সরকার কি করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এসব ঘটনা জানিয়ে সহযোগিতা চাইতে হবে কেন। তাদের দায়িত্ব কি কেবল একটি নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে পত্র-পত্রিকায় জানিয়ে দেয়া? কোথায় কোথায় ভর্তির নির্ধারিত নিয়ম পালিত হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না তা মনিটর করা কি তার কর্তব্য নয়? কতজন কলেজ অধ্যক্ষ চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে বিপন্ন বোধ করছেন সেটাও জানা প্রয়োজন।